ভুল বোঝাবুঝি + ভুল তথ্য = অবিশ্বাস:

ভাষাগত বাধা যেভাবে মানবিক সহায়তা সেবা গ্রহণের সুযোগ এবং উক্ত সেবার গুণগত মান হ্রাস করে এবং রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের জন্য সামাজিক বাধাকে আরও বাড়িয়ে তোলে

প্রথম অংশ: আন্তঃসীমান্ত প্রবণতা

সেপ্টেম্বর ২০১৯

TRANSLATORS WITHOUT BORDERS

তিন খণ্ডের একটি প্রতিবেদন

ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স (টি.ডব্লিউ.বি) উদ্ভাবনী আন্তঃসীমান্ত গবেষণা নিয়ে তিন খণ্ডের একটি প্রতিবেদন এবং সেই সাথে ভাষাসংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা প্রকাশ করতে পেরে আনন্দিত। এই সিরিজটি বাংলাদেশের কক্সবাজারে এবং মিয়ানমারের সিত্তে-তে মানবিক সহায়তা সেবা গ্রহণ এবং জনগোষ্ঠীর মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভাষার ভূমিকা কী তা অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছে।

- **প্রথম অংশ। আন্তঃসীমান্ত প্রবণতা:** বাংলাদেশের কক্সবাজার এবং মিয়ানমারের সিত্তে-তে চ্যালেঞ্জিং প্রবণতাসমূহ
- **দ্বিতীয় অংশ। কক্সবাজার, বাংলাদেশ:** চ্যালেঞ্জ, প্রেক্ষাপট ও প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মসূচি পরিকল্পনা এবং সুপারিশসহ বাংলাদেশ থেকে প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ
- **তৃতীয় অংশ। সিত্তে, মিয়ানমার:** চ্যালেঞ্জ, প্রেক্ষাপট ও প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মসূচি পরিকল্পনা এবং সুপারিশসহ মিয়ানমার থেকে প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ

যে সকল প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি এই গবেষণায় সহায়তা করেছেন বা অংশগ্রহণ করেছেন তাদের প্রতি আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

এই আন্তঃসীমান্ত গবেষণাটি মিয়ানমারে ও বাংলাদেশে টি.ডব্লিউ.বি-র একটি দল কর্তৃক পরিচালিত ও রচিত হয়েছে। চূড়ান্ত প্রতিবেদন সিরিজ তৈরিতে আরও অনেকে তাদের মতামত এবং মূল্যবান মন্তব্য প্রদান করে অবদান রেখেছেন।

পদ্ধতি এবং অন্যান্য তথ্য

পদ্ধতি এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য এখানে পাওয়া যাবে https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2019/09/Methods-and-limitations_Cross-Border.pdf.

বাংলাদেশ ও মিয়ানমারে রোহিঙ্গা সংকটে সাড়াদানের ভাষাসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এখানে পাওয়া যাবে https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2019/09/Languages-in-the-Rohingya-response_Cross-Border.pdf.

ব্যবহার

ভাষা এবং জাতিগত নামসমূহ: আমরা যথাক্রমে বাংলাদেশ বা মিয়ানমারের জাতীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত সরকারি ভাষা বা জাতিগত নামসমূহ ব্যবহার করেছি। উদাহরণস্বরূপ, আমরা বেঙ্গলি এর বদলে বাংলা এবং বার্মা এর বদলে মিয়ানমার ব্যবহার করেছি।

সরকারিভাবে স্বীকৃত নয় এমন ভাষার ক্ষেত্রে আমরা আমেরিকান ইংরেজিতে ব্যবহৃত শব্দ বা সাক্ষাৎকার প্রদানকারীগণ নিজ পরিচয় দিতে যে শব্দ ব্যবহার করতে পছন্দ করেন সেই শব্দ ব্যবহার করেছি। যেমন, রোহিঙ্গা।

ভাষা ব্যবহারকারী: 'ইংরেজি ভাষী', 'মিয়ানমার ভাষী', 'রাখাইন ভাষী' এবং 'রোহিঙ্গা ভাষী' শব্দগুলো দ্বারা এমন ব্যক্তিকে বুঝায় যিনি উক্ত ভাষায় কথা বলতে সবচেয়ে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

এর অর্থ এই নয় যে, ভাষাটি উক্ত ব্যক্তির মাতৃভাষা বা তাদের জাতিসত্তার সাথে উক্ত ভাষা অবধারিতভাবে সংযুক্ত। যেমন, একজন রাখাইন ভাষী জাতিগতভাবে রোহিঙ্গা হতে পারেন।

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

"আমরা *হালা হথা* বলি [কালো ভাষায় কথা বলি] ...যে ভাষাগুলো তেমন শক্তিশালী নয় সেই ভাষাগুলোকে আমরা এই নামে ডাকি। আমাদের ভাষাও এরকম একটি ভাষা।"

- ২৫ থেকে ৪৯ এর মধ্যে বয়স্ক একজন রোহিঙ্গা পুরুষ

নাগরিক হিসেবে নিজেদের আইনগত মর্যাদা ও স্বীকৃতি না থাকা থেকে স্পষ্ট যে, রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। বাংলাদেশের সীমান্ত অঞ্চলেও শরণার্থী হিসেবে তাদের আইনগত মর্যাদা ও স্বীকৃতি না থাকায় তারা পুরোপুরিভাবে সমাজে অংশগ্রহণ করতে পারে না।

এর ফলাফলসমূহের একটি হলো অন্যান্য ভাষা যেমন মিয়ানমার বা বাংলা শেখার ক্ষেত্রে তাদের সুযোগ কমে যাওয়া। এতে ভাষার কারণে তারা বঞ্চিত হচ্ছে।

উভয় দেশেই একভাষাভাষী রোহিঙ্গারা অন্যের সাহায্য ছাড়া তথ্য প্রাপ্তি, নিজ প্রয়োজন বা ইচ্ছা জানানো বা সিদ্ধান্ত-প্রণেতাদের সাথে অংশগ্রহণ করতে অক্ষম। যে গোষ্ঠীগুলোর অধিকাংশ মানুষই একভাষাভাষী, তারা আরও নানাভাবে সুবিধাবঞ্চিত। এই ভাষানির্ভরতা তাদের ক্ষমতা ও সক্ষমতার তুলনামুলক অভাবকে আরও বাড়িয়ে দেয়।

জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতির কারণে সহযোগিতা প্রাপ্তির জন্য রোহিঙ্গাদের নিজ সম্প্রদায়ের বাইরে অন্য সম্প্রদায়ের উপর নির্ভরশীলতা বেড়েছে। একারণে, অন্যান্য ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে যোগাযোগ করা তাদের জন্য আরও প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। মধ্যস্থতাকারীদের ভূমিকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার সাথে সাথে একভাষাভাষী ব্যক্তিদের জন্য বঞ্চিত হওয়ার ঝুঁকি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

এক্ষেত্রে গ্রহীতা-কেন্দ্রিক ও ন্যায়সঙ্গত সেবা প্রদান এবং জবাবদিহিতামূলক মানবিক সহায়তা কার্যের অন্যতম মূল উপাদান হলো কার্যকর দ্বিমুখী যোগাযোগ। উভয় দেশে মানবিক প্রয়োজনে সাড়াদানের ক্ষেত্রে এই ভাষাগতভাবে বিচিত্র প্রেক্ষাপটে, বিভিন্ন সংস্থাকে সঠিকভাবে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য সংগ্রাম করতে হয়। এর ফলাফল হলো মানসম্মত সেবা প্রাপ্তির পরিমাণ হ্রাস, বঞ্চিত হওয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের সুযোগ হারানো।

কর্মীদের ভাষাগত সক্ষমতা, সাংস্কৃতিক সচেতনতা এবং ভাষান্তরের মূলনীতি সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি করার মাধ্যমে মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাগুলো যোগাযোগের কার্যকারিতা উন্নত করতে পারে।

মূলত, প্রোগ্রাম ডিজাইন, রিসোর্সিং এবং বাস্তবায়নের প্রতিটি দিক ভাষা এবং সাংস্কৃতিক সচেতনতা থেকে হতে হবে। এভাবেই আমরা নিশ্চিত করতে পারি যাতে বঞ্চিত রোহিঙ্গারা তাদের সামনে যে বিকল্পগুলি আছে তা বুঝতে পারছে, নিজেদের প্রয়োজন ও ইচ্ছার কথা জানাতে পারছে এবং প্রতিবেশী সম্প্রদায়গুলোর সাথে ভালো সম্পর্ক তৈরি করতে পারছে।

সুপারিশসমুহ

মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাগুলো কিভাবে আরও কার্যকরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ করতে পারে সে সম্পর্কিত উপায়গুলো এই মূল্যায়নে তুলে ধরা হয়েছে।

১. **সরল ভাষা ব্যবহারের নীতি ব্যবহার করুন**
তথ্য, শিক্ষা এবং যোগাযোগের বিভিন্ন সামগ্রী বিশেষ করে যেগুলো রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য রচিত তা সরল ভাষায় রচনা করুন। কোনো বিষয় বা ধারনা ব্যাখ্যা করার জন্য পরিচিত শব্দ ও স্পষ্ট বাক্য ব্যবহার করুন। পারিভাষিক শব্দ এবং যেসব শব্দ সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয় না সে ধরনের শব্দ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন অথবা ব্যবহার করলে শব্দগুলো ব্যাখ্যা করুন। নিশ্চিত করুন যে, বিষয়বস্তু মাঠ-পর্যায়ে পরীক্ষিত, যাদের উদ্দেশ্যে রচিত তাদের উপযোগী এবং সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরছে। (সরল ভাষা ব্যবহারের নীতি সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেতে এখানে দেখুন https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2019/09/Basic-plain-language-principles-for-humanitarians.pdf.)

২. **দোভাষী এবং মাঠকর্মীদের ভাষা ও সাংস্কৃতিক দক্ষতা বাড়াতে তাদের আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের জন্য বিনিয়োগ করুন**
কর্মী নিয়োগের সময় রোহিঙ্গা ভাষার দক্ষতা মূল্যায়ন করুন এবং রোহিঙ্গা কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের সম্প্রদায়কে সম্পৃক্তকরণের কাজে যুক্ত করুন। প্রশিক্ষণ ও সহায়তা কর্মসূচীসমূহ দোভাষী ও মাঠকর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে, যেমন স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কর্মরত দোভাষীদের প্রয়োজনীয় জটিল পরিভাষা সম্পর্কে ধারনা বৃদ্ধি। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সরঞ্জাম যেমন (**টি.ডব্লিউ.বি-র তৈরিকৃত মানবিক সহায়তা প্রদান সম্পর্কিত বহুভাষিক শব্দকোষ ব্যবহার করা যেতে পারে।** https://translatorswithoutborders.org/updated-twb-glossary-for-bangladesh-includes-gender-disability-and-inclusion/)
রোহিঙ্গা কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক এবং অন্যান্য প্রেক্ষাপট থেকে আগত কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে পারস্পারিক সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করাকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাগুলো আন্তঃসাংস্কৃতিক যোগাযোগের দক্ষতা লালন করতে পারে।

৩. **জটিল বার্তাগুলো বোঝা যায় কি না তা পরীক্ষা করুন**
কোন বার্তাটি সবচেয়ে ভালোভাবে বোঝা যায়, যা বুঝাতে চাওয়া হচ্ছে তা বুঝাতে পারে এবং যাদের উদ্দেশ্যে বার্তাটি প্রদান করা হচ্ছে সেটি তাদের উপযোগী কি না তা বোঝার জন্য বার্তা ব্যাংক তৈরি করুন এবং বার্তা ব্যাংকটি যাচাই করুন। যখনই সম্ভব, সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিয়ে একসাথে বার্তাগুলো তৈরি করুন বা বার্তাগুলো পুনরায় তৈরি করুন। এটি অগ্রগতি বুঝতে সাহায্য করবে, এছাড়া স্পষ্ট বার্তা প্রদানের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতেও সাহায্য করবে। সর্বোপরি, সময়ের সাথে সাথে এটি মানবিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে যোগাযোগ পদ্ধতির কার্যকারিতা বৃদ্ধি করবে।

৪. **যারা সেবা গ্রহণ করছেন তাদের প্রতি সহানুভূতিশীলতা প্রদর্শন এবং তাদের প্রয়োজন বুঝতে পারার মানসিকতাকে উৎসাহিত করুন ও সহায়তা করুন**
যারা সেবা প্রদান করছেন তাদের ভাষা ও সাংস্কৃতিক সচেতনতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিন এবং বুঝিয়ে বলুন। যোগাযোগের জন্য পর্যাপ্ত সময় বরাদ্দ করে, এমনভাবে কার্যক্রম পরিকল্পনা করুন যাতে তারা এই শিক্ষা প্রয়োগ করতে পারেন। অর্থাৎ, উদাহরণস্বরূপ স্বাস্থ্য ক্লিনিকগুলিতে বিভিন্ন সংস্থা এমনভাবে পরিকল্পনা করবে যাতে ডাক্তাররা রোগীদের, বিশেষত নতুন রোগীদের, বেশি সময় দিতে পারেন। একটি অপ্রমিত ভাষায় ভাষান্তর করার ক্ষেত্রে কয়েক মিনিট বেশি সময় লাগা স্বাভাবিক। ভাষান্তর করতে হবে এরকম যে কোনো সভা বা সমাবেশের জন্য, যেমন ফোকাস দল আলোচনা, সাধারণত যতটুকু সময় রাখতে হয় তার থেকে কমপক্ষে দ্বিগুণ সময় রাখার পরিকল্পনা রাখুন। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সাথে কথাবার্তা বা যে কোনো ধরনের সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব তাড়াহুড়া না করার চেষ্টা করুন: এটি তাৎক্ষণিকভাবে অভদ্রতা এবং অসন্মানজনক বলে বিবেচিত হতে পারে।

৫. রোহিঙ্গা ও নির্দেশনা প্রদানের অন্যান্য ভাষার মধ্যে (রাখাইন রাজ্যে মিয়ানমার, কক্সবাজারে মিয়ানমার ও ইংরেজি) একটি সংযোগকারী কৌশল প্রণয়ন করুন

শিক্ষাক্ষেত্রে রোহিঙ্গা ভাষার ব্যবহার সম্প্রসারিত করা হলে, অতিরিক্ত ভাষা শেখার পাশাপাশি শিক্ষাক্রমের সকল স্তরে শিশুদের শেখার ক্ষেত্রে উন্নতি হবে। এটি বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত শিশু যেমন- মেয়ে, প্রতিবন্ধী শিশু এবং যারা দীর্ঘদিন পড়ালেখা থেকে দূরে ছিল তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এখন থেকে শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, পরিচালনা ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে রোহিঙ্গা ভাষা ব্যবহারের জন্য শক্তিশালী দিকনির্দেশনা প্রদান করুন। মিয়ানমার ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে শেখানোর একটি পদ্ধতি তৈরি করা এবং শিক্ষার্থীরা অধিকতর আত্মবিশ্বাসী হওয়ার সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে এটিকে শিক্ষাদানের ভাষা হিসেবে ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করুন। দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম হিসেবে, রোহিঙ্গা ভাষাকে শিক্ষাদানের ভাষা হিসেবে প্রমিতকরণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের সাথে কাজ করুন।

৬. সামাজিক সংহতি জোরদার করে এমন কর্মসূচী প্রণয়ন করুন যা ভাষার কারণে সুবিধাবঞ্চিত হওয়াকে লালন না করে তা দূর করবে

কেবল রোহিঙ্গাভাষী জনগোষ্ঠী এবং তাদের পাশাপাশি অন্যান্য গোষ্ঠীর জন্য সামাজিক সংহতি এবং শান্তিনির্মাণ কর্মসূচির পরিকল্পনা করুন। এই কর্মসূচীগুলোতে কার্যক্রম পরিকল্পনা, কর্মী নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে যোগাযোগ পর্যন্ত সবকিছু অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। সামাজিক গোষ্ঠীগুলোকে তাদের পছন্দের নামে উল্লেখ করার মাধ্যমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্মানবোধ তৈরি করুন এবং একে উৎসাহিত করুন। যেমন, রোহিঙ্গাদের রোহিঙ্গা ডাকুন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়াকে উৎসাহিত করার জন্য ভাষাগত মধ্যস্থতাকারীদের ভূমিকা এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার মতো সমস্যা যা সকলের জন্য প্রযোজ্য তা নিয়ে শুরু করুন।

একজন সঞ্চালক এবং একজন রোহিঙ্গাভাষী দোভাষী কর্তৃক সিত্তে-র গ্রামাঞ্চলের ক্যাম্প ও গ্রামগুলোতে কম বয়েসী মেয়েদের সাথে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা পরিচালনা

ভাষাগত বাধার কারণে মানসম্পন্ন সেবা প্রাপ্তির সুযোগ কমে যায়

যে সকল রোহিঙ্গাভাষী অন্য ভাষায় কথা বলতে পারেন না তারা এই অসহায়ত্বের কারণে তথ্য না পাওয়ার এবং সেবা ও মানসম্মত সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বঞ্চিত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকেন। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই এরকম একভাষাভাষী। তাদের বেশিরভাগই গ্রাম থেকে এসেছেন, মহিলা এবং কক্সবাজারে নতুন আগত শরণার্থী যারা প্রধানত নিরক্ষর বা স্বল্প শিক্ষিত মানুষ।

উভয় ক্ষেত্রে, যে সকল রোহিঙ্গাভাষী অন্য কোনো ভাষায় কথা বলতে পারেন না তারা তাদের ওপর নির্ভর করেন যারা অন্য ভাষায় কথা বলতে পারেন। এর ফলে ব্যক্তির ক্ষমতা কমে যায় এবং উক্ত ব্যক্তির মানসম্মত সেবা প্রাপ্তির সক্ষমতার ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তির ভূমিকা মুখ্য হয়ে পড়ে। আমাদের মূল্যায়নে দেখা গেছে যে, সাধারণভাবে মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাগুলি তাদের কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের কার্যকরভাবে এই ভূমিকা পালন করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা, প্রশিক্ষণ ও সহায়তার নিশ্চয়তা দেয় না।

ভাষাগত বাধার কারণে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি বিঘ্নিত হয়।

গবেষণাটিতে মানবিক সহায়তা হিসেবে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে যোগাযোগের প্রচলিত সমস্যাগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে। এতে কার্যকারিতা এবং আস্থা কমে যায়, এবং শেষ পর্যন্ত সেবা প্রাপ্তি কমে যায়।

ভাষা এবং স্বাক্ষরতার সীমাবদ্ধতার কারণে তথ্য পুরোপুরি বুঝতে পারে না। বাংলাদেশে জরিপকৃত শরণার্থীদের মধ্যে ২০ শতাংশেরও বেশি মনে করেন যে তাদের কাছে স্বাস্থ্য বিষয়ে ভালো সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত তথ্য নেই। সংখ্যালঘু হওয়ার সাথে সাথে শিক্ষার অভাবে এরা সুবিধাবঞ্চিত, যার মধ্যে রয়েছে: প্রধানত মহিলা, মায়ানমার ভাষায় কথা বলে না এমন গোষ্ঠী এবং কোনো শিক্ষিত সদস্য নেই এমন পরিবার। মোট শরণার্থীদের মধ্যে এরকম মানুষের সংখ্যা হবে প্রায় ২,০০,০০০ জন।

কক্সবাজারের জরিপকৃত বিপুল শরণার্থী জনগোষ্ঠী মানবিক সহায়তা হিসেবে প্রদত্ত স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করছেন, তবে অনেকেই জানিয়েছেন যে সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যোগাযোগের সমস্যা রয়েছে। তারা জানিয়েছেন যে, বিশেষ করে ডাক্তার এবং ওষুধ বিতরণকারীদের কথা বুঝতে পারা কঠিন হয়ে থাকে। শরণার্থীদের মধ্যে যারা স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের কাছে গিয়েছেন, তাদের শতকরা ২৯ ভাগ মনে করেন যে তাদের সব প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয় নি এবং তারা স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের সব কথা বুঝতে পারেন নি। শতকরা পয়ত্রিশ ভাগ মনে করেন যে তাদের ভুল ওষুধ দেয়া হয়েছিল। কর্মীদের সাথে ভাষাগত বাধা, কর্মীদের অপেশাদার আচরণ এবং দোভাষী উপস্থিত না থাকা বা দোভাষীদের প্রতি আস্থাহীনতার কারণে এটি ঘটে।

"ডাক্তাররা বলেন যে যদি আপনারা ভাষা বুঝতে না পারেন তাহলে আপনাদের এখানে আসার দরকার নেই"।

- কক্সবাজার, বাংলাদেশে আগত ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে বয়স এমন একজন রোহিঙ্গা পুরুষ।

বিশেষত সেবা প্রদানকারী যদি পুরুষ হন তাহলে মহিলা এবং মেয়েরা শরীরের বিভিন্ন অংশ বোঝাতে প্রকৃত শব্দ ব্যবহার না করে অন্য শব্দ ব্যবহার করেন, যেমন "স্তন" বোঝাতে তারা "বুক" শব্দটি ব্যবহার করেন।
মধ্যস্থতাকারীরা, যারা সাধারণত রাখাইন- বা চাঁটগাইয়াভাষী কমিউনিটি স্বাস্থ্য স্বেচ্ছাসেবী, প্রায়ই এই ব্যবহার বুঝতে পারেন না এবং আক্ষরিকভাবে ভাষান্তর করেন। যার ফলে, স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ডাক্তারগণ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বুঝতে না পেরে সঠিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারেন না এবং সঠিক রোগনির্ণয়ে ব্যর্থ হন। সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত সচেতনতা বিষয়ে যদি বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা প্রদান করা হয় তাহলে এই ধরনের ভুল বোঝাবুঝি উল্লেখযোগ্য হারে কমতে পারে।

কমিউনিটি হেলথ ভলান্টিয়ার এবং ডাক্তাররা ভাষান্তর ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় আদর্শ ব্যবহারগুলো শেখেন না, কিন্তু এগুলো শেখার মাধ্যমে ডাক্তার ও রোগীদের মধ্যে যোগাযোগের উন্নতি ঘটে। অনুসরণীয় উৎকৃষ্ট আচরণসমূহ মধ্যস্থতাকারীর উপর (এক্ষেত্রে কমিউনিটি হেলথ ভলান্টিয়ারের উপর) নির্ভর করে যা কথোপকথনরত ব্যক্তিদেরকে সরাসরি সম্পৃক্ত করতে সাহায্য করে। মধ্যস্থতাকারী কথাবার্তা সম্পূর্ণরূপে এবং উভয় পক্ষের কাছে সরাসরি ভাষান্তর করেন এবং যাতে সাংস্কৃতিক ভিন্নতাগুলো বুঝতে পারার মাধ্যমে যোগাযোগ সহজ হয় সেজন্য প্রয়োজনানুসারে অতিরিক্ত তথ্য সরবরাহ করেন। এতে রোগী এবং চিকিৎসক আরও ভালোভাবে সবকিছু নিয়ে কথাবার্তা বলতে পারেন, যার ফলে প্রকৃত অর্থে একে অপরকে বোঝা সম্ভব হয় এবং পারস্পরিক আস্থার সম্ভাবনা বাড়ে।

বর্তমানে ব্যবস্থায়, হেলথ ভলান্টিয়াররা রোগী ও চিকিৎসকের সাথে এককভাবে কথা বলেন এবং সব তথ্য উভয়ের কাছে প্রকাশ করেন না। এতে করে কোন্ তথ্য অপর পক্ষকে দেয়া হবে তার ওপর তাদের এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ থেকে যায়, যা রোগীকে কিছুটা অসহায় করে তোলে। কিছু রোগী ও চিকিৎসক টি.ডব্লিউ,বি-কে বলেছে যে, হেলথ ভলান্টিয়াররা যে সব তথ্য ভাষান্তর করেন তারা সবসময় তা বিশ্বাস করেন না। রোগী ও চিকিৎসকদের মধ্যকার সরাসরি কথাবার্তার উপরে নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ প্রদান যদি রীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয় তাহলে আস্থা ও কার্যকারিতা বাড়তে পারে।

“ডাক্তাররা আমাদের দেখেন ঠিকই কিন্তু আমাদের কি ধরনের অসুখ হয়েছে বা আমাদের অবস্থা কেমন সে সম্পর্কে কিছু বলেন না, তারা শুধু ওষুধের নাম লিখে দেন"।

- বাংলাদেশের কক্সবাজারে নতুন করে আগত ৫০ বছরের অধিক বয়স্ক একজন রোহিঙ্গা পুরুষ

“যখন আমার জ্বর হয়, তখন আমাকে যে ওষুধ দেয়া হয়, ডায়রিয়া হলেও আমাকে ওই একই ওষুধ [প্যারাসিটামল] দেয়া হয়। কেন? ”

- মিয়ানমারের সিত্তে-তে বাসকারী ৫০ বছরের অধিক বয়স্ক একজন রোহিঙ্গা পুরুষ

মানবিক সহায়তা হিসেবে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও প্রাপ্যতার পাশাপাশি সময়াল্পতার কারণে সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত দিকের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া এবং রোগীদের প্রয়োজনানুসারে সেবা প্রদান করা যায় না।
ভালোভাবে যোগাযোগের জন্য আরও বেশি সময় প্রয়োজন হয়।

"ডাক্তারদের সাথে আমরা যথেষ্ট সময় পাই না। দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করার পরে পরামর্শের জন্য মাত্র দুই বা তিন মিনিট সময় পাওয়া যায়।"

- মিয়ানমারের সিত্তে-তে ৫০ বছরের অধিক বয়স্ক একজন রোহিঙ্গা পুরুষ

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যান্য সমস্যার কথা জানিয়েছেন, এই সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে সামাজিক সহযোগিতার দৃশ্যমান বা অদৃশ্য ঘাটতি।

"যারা রোগীর তত্ত্বাবধায়ন করেন ক্লিনিকগুলোতে তাদের পরামর্শ প্রদান করার কক্ষে ঢুকতে দেয়া হয় না।"

- মিয়ানমারের সিত্তে-তে বাসকারী একজন প্রতিবন্ধী রোহিঙ্গা মহিলা

দিক নির্দেশ করার জন্য আরও কার্যকর চিহ্নাবলি ব্যবহার করা প্রয়োজন

স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করার স্থান নির্দেশ করার জন্য যেসব চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তা প্রায়ই ততটা কার্যকর নয়। সেবাসংক্রান্ত বা সেবাপ্রদান শুরু করার সময় সংক্রান্ত তথ্যের চাইতে সংস্থাগুলোর লোগো এবং ট্যাগলাইন বেশি অংশ জুড়ে দৃশ্যমান হয়। সিত্তে এবং কক্সবাজারের ক্যাম্পগুলোতে ব্যবহৃত চিহ্নগুলোও ইংরেজি এবং (বাংলাদেশে) বাংলাতে, এছাড়া ছোট অক্ষরে মিয়ানমার ভাষায় অনুবাদ থাকে। এ কারণে অসহায় মানুষজনকে স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোতে যাওয়ার জন্য বহুভাষী কোনও ব্যক্তির ওপর নির্ভর করতে হয়। এক্ষেত্রে চিত্রলিপি ব্যবহারে সুফল পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু উক্ত সংস্কৃতিতে চিহ্নগুলোর যে নির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে তা এবং দর্শকদের পছন্দও বিবেচনায় নিতে হবে।

বিশেষ কিছু চিহ্ন রয়েছে ইংরেজি বা মিয়ানমার ভাষায় যেগুলোর স্পষ্ট অর্থ রয়েছে কিন্তু রোহিঙ্গাতে এগুলোকে সবসময় একই অর্থে অনুবাদ করা হয় না। উদাহরণস্বরূপ, একটি বৃত্তের মধ্য দিয়ে একটি রেখা চলে গেছে এই চিহ্নটি থেকে অনেক মানুষ বোঝেন যে কোনোকিছু "অনুমোদিত নয়"। আমরা দেখতে পেরেছি যে, বাংলাদেশের রোহিঙ্গা সম্প্রদায় এটি বুঝতে পারেন না। এর পরিবর্তে চিহ্নটি যদি হয় লাল রঙের একটি হাতের তালুর তবে রোহিঙ্গা জনগণ উক্ত অর্থ বুঝে থাকেন।

যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তাকে ত্রাণ সেবায় রূপান্তর

পশ্চিমা চিকিৎসা পদ্ধতির উপর অবিশ্বাস এই সমস্যাগুলিকে আরও জটিল করেছে, যা রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের চিরাচরিত বিশ্বাসগুলির সাথে সাংঘর্ষিক। এই বিশ্বাসগুলিকে অসম্মান না করে সুস্থ অনুশীলনের প্রসার এবং আনুষ্ঠানিক স্বাস্থ্যসেবার উপর আস্থা তৈরির জন্য প্রয়োজন সাংস্কৃতিক সচেতনতা, উপলব্ধি এবং সেই সাথে কৌশল।

আমাদের গবেষণা বলছে যে, রোহিঙ্গা রোগীরা প্রায়শই স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে অসন্তুষ্ট থাকেন, অথচ সাধারণত স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহকারীদের কাছে তারা তাদের সমস্যা তুলে ধরতে পারেন না। ধারনা করা যায় সংস্কৃতি, বাস্তবতাবোধ এবং অধিকার সম্পর্কে না জানা মিলিতভাবে এর জন্য দায়ী। নিজেদের প্রয়োজনগুলির কথা না বলে মুখ বাঁচিয়ে চলার ওপরই সামাজিকভাবে জোর দেয়া হচ্ছে, এর সাথে রয়েছে সমালোচনা করার কারণে সেবাগুলি বাতিল হয়ে যেতে পারে এরকম ভয়। রোগীদের প্রয়োজন অনুযায়ী যত্ন এবং মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির অধিকার সম্পর্কেও কারও ধারনা নেই।

> “কেউ আমাদের এইসকল বাধা [ভাষাগত] দূর করার ব্যাপারে সাহায্য করে না, আর আমরাও জানি না কিভাবে অভিযোগ করব। এবং আমরাও অভিযোগ করতে সাহস পাই না। ”

- সম্প্রতি বাংলাদেশে আগত পঞ্চাশ বছরের অধিক বয়স্ক একজন রোহিঙ্গা

> “[রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী] সেইসব কথা বলবে যা কর্মসূচীর [অ-মুসলিম] কর্মকর্তাদের খুশি করবে, কারণ তারা অমুসলিম কর্মকর্তাদের ভয় পায়... তারা মুসলিম কর্মীদের কম ভয় করে। ”

- মিয়ানমারের একজন মিয়ানমারভাষী মানবিক সহায়তা প্রদানকারী প্রকল্প কর্মকর্তা

এক্ষেত্রে, একটি মতবিনিময় শুরুর জন্য পর্যাপ্ত কৌশল, সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা এবং সময়ের প্রয়োজন যাতে রোগীদের উদ্বেগের বিষয়গুলি সত্যিকার অর্থেই শোনা যায়। স্পষ্ট ভাবে বার্তা প্রদান এবং রোগীদের প্রয়োজন অনুযায়ী সেবাযত্ন প্রদান ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সেবাসমূহের উন্নতির ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

তাদের কর্মকাণ্ডে সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত সচেতনতার প্রচলন করার মাধ্যমে, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীগণ রোগীদের প্রয়োজন অনুযায়ী সেবা প্রদানের জন্য কার্যকর যোগাযোগ নিশ্চিত করতে পারেন। এর অর্থ হচ্ছে:

- যোগাযোগের জন্য সময় বরাদ্দ রেখে সেবা প্রদানের পরিকল্পনা করা
- কর্মীদের মধ্যে ভাষা এবং সাংস্কৃতিক সচেতনতামূলক দক্ষতা গড়ে তোলা
- এটি নিশ্চিত করা যে চিকিৎসক এবং হেলথ ভলান্টিয়ারগণ একইভাবে ভালো যোগাযোগের জন্য অনুসরণীয় আচরণকে তাদের কাজের অংশ হিসেবেই মনে করছেন

ভাষাগত বাধার কারণে মানসম্পন্ন শিক্ষা সেবা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা তৈরি হয়

ইউনিসেফ[1] সুপারিশ করে যে শিক্ষার বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর উপযোগী এবং অবৈষম্যমূলক হতে হবে। এর অর্থ, এটি শিক্ষার্থীদের কাছে এমনভাবে তথ্য উপস্থাপন করবে যাতে তারা সবচেয়ে ভালোভাবে ওই তথ্যের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে এবং এটি এমন ভাষায় হতে হবে যা শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে।

শিশুদেরকে মাতৃভাষায় শিক্ষাপ্রদান করলে সমতা এবং শিখনফলের ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটে এবং এতে পুনরাবৃত্তি ও ঝরে পড়া হ্রাস পায়। এতে করে পিতামাতা ও সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণও বৃদ্ধি পেতে পারে।[2]

বহুভাষিক প্রেক্ষাপটে, মাতৃভাষা-ভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষাব্যবস্থাকে সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি হিসেবে স্বীকার করা হয়।[3] এই পদ্ধতিতে, শিশুরা নতুন নতুন ধারনা এবং যোগাযোগের বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে মাতৃভাষাতেই শিক্ষা লাভ করে এবং একইসাথে ক্রমান্বয়ে অন্যান্য ভাষাতেও শিক্ষা লাভ করতে থাকে।

ভাষা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং উপকরণ নীতি-নির্ধারণকে আরও জটিল করে তোলে

আলোচিত উভয় প্রেক্ষাপটে উচ্চমানসম্মত, শিক্ষার্থীর উপযোগী ও মাতৃভাষা-ভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলন করা চ্যালেঞ্জিং। এই চ্যালেঞ্জগুলির মূল কারণ উপকরণ ও নীতি-নির্ধারণের সীমাবদ্ধতা, তবে সংস্কৃতি ও ভাষাগত বাধাসমূহও চ্যালেঞ্জগুলিকে আরও জটিল করে তোলে।

উভয় প্রেক্ষাপটে, নীতি-নির্ধারণের সীমাবদ্ধতার মধ্যে রয়েছে স্বীকৃতি প্রদান না করা এবং শিক্ষাদানের মাধ্যম বা ভাষার ওপর বিধিনিষেধ। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মান, প্রশিক্ষণের ব্যাপ্তি এবং তাদের জন্য নিরূপিত পেশাগত উন্নয়নের উপর উপকরণের সীমাবদ্ধতা প্রভাব ফেলে।

বয়ঃসন্ধির পর মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণের উপরে বিধিনিষেধ রয়েছে যা শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা। এই ধরনের মনোভাবের পরিবর্তন হওয়ার জন্য সময়ের প্রয়োজন, এবং আমাদের মূল্যায়নে এই বিষয়গুলো সরাসরি চিহ্নিত করা হয় নি।

তবে, আমরা মানবিক সহায়তা হিসেবে শিক্ষাদানের প্রতি আস্থার অভাব লক্ষ করেছি এছাড়াও অপরিচিত পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদানের কারণেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি ও উপস্থিতির হার হ্রাস পাচ্ছে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে আরও কার্যকর পদ্ধতি গ্রহণ করলে শিক্ষাদানের পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার কারণে হয়তো পিতা-মাতাদের রক্ষণশীলতা দূর হতে পারে।

1 http://www.oosci-mena.org/uploads/1/wysiwyg/Quality_Education_UNICEF_2000.pdf

2 Bender, P., Dutcher, N., Klaus, D., Shore, J. and Tesar, C. (2005): In their own language : education for all (English). Education Notes. Washington, DC: World Bank, যখন দেখা হয়েছে: http://documents.worldbank.org/curated/en/374241468763515925/In-their-own-language-education-for-all

3 Susan Malone 'The rationale for Mother Tongue Based Multilingual Education: Implications for Education Policy' SIL 2007 যখন দেখা হয়েছে: https://www.sil.org/sites/default/files/files/mtbmle_implications_for_policy.pdf

আমাদের মূল্যায়ন এবং একই সাথে কক্সবাজারে টি.ডব্লিউ.বি পরিচালিত সমীক্ষায়,[4] মানবিক সহায়তা প্রদানে শিক্ষালাভের সুযোগ ও মানসম্মত শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত যে সব বাধা মোকাবিলা করার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে:

- শিক্ষা-সংক্রান্ত তথ্য মূল্যায়নে এবং পিতামাতার সাথে কার্যকর মতবিনিময়ের ক্ষেত্রে ভাষাগত বাধা
- জাতিগতভাবে রোহিঙ্গা শিক্ষকদের মিয়ানমার ভাষায় এবং চাটগাঁইয়াভাষী শিক্ষক ও মানবিক সহায়তামূলক শিক্ষাব্যবস্থার ম্যানেজারদের রোহিঙ্গা ভাষায় স্বল্প দক্ষতা
- শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং পিতামাতাদের মধ্যে শিক্ষার্থী-কেন্দ্রীক শিক্ষাপদ্ধতিতে অনভ্যস্ততা
- রোহিঙ্গা ব্যতীত অন্যান্য ভাষায় শিক্ষার্থীদের দক্ষতার মূল্যায়ন করা, অর্থাৎ কক্সবাজারের অনেক শিশুকে তাদের দক্ষতার চেয়ে নিচের শ্রেণিতে ভর্তি করা হয়েছে বলে জানা যায়

এই ধরনের জটিল প্রেক্ষাপটে, কার্যকর যোগাযোগ পদ্ধতি এবং বিশেষ প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা এই চ্যালেঞ্জগুলো হ্রাস করতে পারে।

শ্রেণিকক্ষের ভিতরে এবং বাইরে যোগাযোগ পদ্ধতির উন্নতি প্রয়োজন

সাক্ষাৎকার, ফোকাস দল এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছে যে কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নতি করতে পারলে উভয় প্রেক্ষাপটে, মানসম্মত শিক্ষালাভের সুযোগ আরও প্রসারিত হবে।

4 TWB, UNICEF (2019) Language, education and the Rohingya refugee community of Cox's Bazar [প্রকাশিতব্য]।

শ্রেণিকক্ষের যোগাযোগ পদ্ধতি

শিক্ষকদের জন্য মানসম্মত প্রশিক্ষণ, নির্দেশিকা এবং রোহিঙ্গা ভাষা-ভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষাব্যবস্থায় সহায়তা করার মতো শিক্ষা উপকরণের ঘাটতি রয়েছে। এই ধরনের সহায়তার অভাবে, মুখস্ত-নির্ভর শিক্ষাপদ্ধতির দিকে ঝুঁকে পড়ার প্রবণতা রয়েছে, যেখানে শিক্ষার্থীদের জন্য যে কোন ভাষাতে কথা বলার এবং জ্ঞান বিকাশের সুযোগ সীমিত। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক পদ্ধতি চালুর জন্য সময়, প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের প্রয়োজন যাতে যে সকল শিক্ষকদের জন্য এই কৌশলগুলো নতুন তারা কার্যকরভাবে এগুলো ব্যবহার করতে পারেন।

শিক্ষকগণ নতুন নতুন ধারনা বোঝানোর জন্য বাস্তবধর্মীভাবে রোহিঙ্গা ভাষা ব্যবহার করছেন, কিন্তু এটা কার্যকরভাবে করার জন্য তারা সহায়তা পাচ্ছেন না। একইভাবে কীভাবে পরবর্তীতে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মিয়ানমার ভাষায় শিক্ষার্থীদের দক্ষতার বিকাশ হবে সে সম্পর্কেও তারা বর্তমানে কোনো নির্দেশনা পাচ্ছেন না। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, শিক্ষকদের নিজেদেরও অন্যান্য ভাষায় দক্ষতার অভাব রয়েছে। শিক্ষক এবং অভিভাবক উভয় পক্ষই মিয়ানমার, রাখাইন এবং (কক্সবাজারে) ইংরেজি ভাষায় শিক্ষকদের দক্ষতাকে উদ্বেগের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

পরিচালনা

ভাষাগত বাধার কারণে শিক্ষকদের তত্ত্বাবধায়ন ও প্রশিক্ষণ প্রদান বাধাগ্রস্ত হয়। বাংলাদেশে, যে সকল টেকনিক্যাল ও প্রোগ্রাম অফিসারগণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বা তত্ত্বাবধায়ন করে থাকেন তাদের অধিকাংশই বাংলা অথবা চাটগাঁইয়াভাষী। সিত্তে-র গ্রামাঞ্চলের ক্যাম্প এবং গ্রামগুলিতে, শিক্ষকদের তত্ত্বাবধায়ন করার জন্য মিয়ানমার ও রাখাইন ভাষা ব্যবহার করা হয়; যদিও ওই ভাষাগুলোতে তাদের সাবলীলতা তেমন নেই। ফলে, রোহিঙ্গা শিক্ষকরা এমন ভাষায় মতামত এবং নির্দেশনা পান যা বোঝার জন্য তাদের হয়তো রীতিমত লড়াই করতে হয়।

শিক্ষাদানের ভাষা হিসেবে এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে অন্য কোনো ভাষায় দক্ষতা অর্জনের মতো উভয় ক্ষেত্রেই রোহিঙ্গা ভাষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে শিক্ষাক্রম সংক্রান্ত নথিপত্র, শিক্ষকদের সামর্থ্য ও পরিচালনা এবং শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের পদ্ধতিতে এর প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না।

সম্প্রদায়ের সাথে যোগাযোগ
সুপারভাইজার, প্রশিক্ষক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং পরিবারগুলির বর্তমান শিক্ষার্থী-কেন্দ্রীক শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষাকেন্দ্র ও শ্রেণীকক্ষ সম্পর্কে জানাশোনা সীমিত।

কক্সবাজারে, এমন অনেক পিতামাতা রয়েছেন যারা বর্তমান শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে শিক্ষালাভের জন্য তেমন ভালো স্থান হিসেবে বিবেচনা করেন না, কারণ এ ধরনের কেন্দ্রে খেলার ভেতর দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। সিত্তে-র গ্রামাঞ্চলের ক্যাম্পগুলোতে, রোহিঙ্গা শিক্ষকদের সীমিত শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং মিয়ানমার ভাষায় স্বল্প দক্ষতা অনেক পিতামাতাকেই সন্তুষ্ট করতে পারে না। বাস্তুচ্যুতির পূর্বে, পিতামাতারা যেসব শিক্ষকদের দেখতেন তাদের মাতৃভাষা ছিল হয় মিয়ানমার না হয় রাখাইন।

পিতামাতাদের মধ্যে যারা মিয়ানমার ভাষায় কথা বলতে পারেন না, হয়তো তারা নিজেরাই তেমন শিক্ষিত নন এবং তারা সাধারণত তাদের সন্তানদের শিক্ষা বিষয়ক তথ্যও তেমন বুঝতে পারেন না। বাংলাদেশে জরিপকৃত সংখ্যালঘুদের একটি বেশ বড় অংশ (২৫ শতাংশ) মনে করেন যে, পরিবারের শিক্ষা সম্পর্কিত ভালো সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তাদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য নেই। এই পরিবারগুলোর অধিকাংশতেই পরিবারের কোনো সদস্যই মিয়ানমার ভাষায় কথা বলতে পারেন না, যে ভাষাটি শিক্ষা ও সাক্ষরতার মাধ্যম।

পিতামাতার উদ্বেগসমূহ দূর করে তাদের সন্তানের পড়ালেখায় সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে জনগোষ্ঠীটিকে সঠিক ভাষায় সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক পদ্ধতিতে সাংস্কৃতিকভাবে যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষা বিষয়ক আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা সর্বদা সেইভাবে কার্যকর নন। পর্যাপ্ত সহায়তা ও প্রস্তুতি না থাকলে শিক্ষা খাতের অংশীদারদের জাতীয় কর্মীদেরও এ সম্পর্কিত ধারনা প্রচার করার ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে। কক্সবাজারে অভিভাবক ও শিক্ষকদের মধ্যে অনুষ্ঠিত সভাগুলি চাটগাঁইয়া ভাষায় অনুষ্ঠিত হয়, যা কোনো কোনো পিতামাতার জন্য বুঝতে সমস্যা হতে পারে।

পিতামাতাদের শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত করা, আস্থা তৈরি করা এবং মাতৃভাষায় নির্দেশনা প্রদান করা ও শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক পদ্ধতির কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা করার জন্য একটি শক্তিশালী যোগাযোগ প্রচারণার ঘাটতি রয়েছে।

মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের জন্য সম্প্রদায়ের অধিক অংশগ্রহণ এবং আরও বহুভাষিক উপকরণের প্রয়োজন রয়েছে

এই ধরনের কঠিন প্রেক্ষাপটে মাতৃভাষা-ভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষাদান একটি চ্যালেঞ্জ, যদিও শিক্ষণফলে এর সুবিধাগুলি সুন্দরভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। এটি অর্জনের জন্য শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং পিতামাতাদের তাদের ভাষা এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের সাথে মানানসই সহায়তা ও উপকরণ সরবরাহ করা প্রয়োজন।

বাহ্যিক প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও, মানবিক সহায়তা হিসেবে শিক্ষাসেবা সরবরাহকারীরা তাদের কার্যক্রমের প্রতিটি স্তরে ভাষার প্রতি গুরুত্ব দেয়ার মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষাপ্রাপ্তির পরিমাণ বাড়াতে পারে।

পাঠদান এবং শেখার ক্ষেত্রে রোহিঙ্গা ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে আরও শক্তিশালী নির্দেশনা প্রদান করুন। শিক্ষার্থীরা যাতে তাদের মাতৃভাষায় বিভিন্ন বিষয়ে জানার ব্যাপারে উৎসাহিত হয় এবং মাতৃভাষায় তাদের অগ্রগতি বুঝতে পারে সেজন্য এতে স্পষ্ট উদ্দেশ্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এর মধ্যে আরও রয়েছে কোর্সের বিভিন্ন নথিপত্র জাতীয় ভাষাসমূহে (বাংলা ও মিয়ানমার) অনুবাদ করা এবং রোহিঙ্গা ভাষায় অডিওভিজ্যুয়াল নির্দেশনা তৈরি করা যাতে শিক্ষার পদ্ধতি ও উদ্দেশ্যসমূহ শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কাছে ব্যাখ্যা করা যায়

নতুনদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কথ্য রোহিঙ্গাকে প্রাথমিক ভাষা হিসেবে এবং মিয়ানমার ভাষা শেখার প্রথম ধাপ হিসেবে ব্যবহার করুন। এর মধ্যে রয়েছে বর্তমান উপকরণ যেমন টি.ডব্লিও.বি-র তৈরিকৃত বহুভাষিক শব্দকোষের মোবাইল অ্যাপ ব্যবহারের সাথে সাথে, রোহিঙ্গা ভাষায় শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের জন্য বিভিন্ন উপকরণ তৈরি করা।

মিয়ানমার ভাষায় পাঠদানের জন্য মিয়ানমার ভাষায় শিক্ষকদের দক্ষতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে সহায়তা করুন। এছাড়াও প্রাথমিকভাবে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে মিয়ানমার শেখানোর বিষয়ে তাদের নির্দেশনা দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করুন, যাতে করে শিশুরা ধীরে ধীরে শিক্ষার প্রধান ভাষাটির শব্দভাণ্ডার আয়ত্ত করতে পারে।

শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের সময় ভাষাসংক্রান্ত সহায়তাকে উন্নত করুন।
অর্থাৎ শিক্ষকদের দক্ষতা বিকাশের উপকরণগুলি প্রাসঙ্গিক ভাষায় ও ফরম্যাটে তৈরি করা এবং এটা নিশ্চিত করা যে জটিল বিষয়গুলো রোহিঙ্গা ভাষায় তুলে ধরা ও আলোচনা করা হয়েছে। এটি তৈরি করার জন্য ভিত্তিস্বরূপ একটি ইতিবাচক মডেল হিসেবে কক্সবাজারের শিক্ষক লার্নিং সার্কেল কে ব্যবহার করা যেতে পারে।

শিক্ষাসংক্রান্ত পরিকল্পনা এবং কর্মসূচী প্রণয়নে জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করুন।
এর মধ্যে রয়েছে মিয়ানমার ভাষায় শিক্ষাসংক্রান্ত প্রধান নথি ও বার্তাসমূহ অনুবাদ করা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সম্পৃক্ত করা।

কক্সবাজারের শরণার্থী ক্যাম্পসংলগ্ন বাংলাদেশি জনগোষ্ঠীর একটি মাদ্রাসায় শিশুরা আরবি বর্ণমালা শিখছে।
ক্রেডিট: টি.ডব্লিউ.বি / ফাহিম হাসান আহাদ

ভাষাগত বাধা সমাজে রোহিঙ্গাদের অংশগ্রহণ রোধ করার বাধা আরও বাড়িয়ে তোলে

নাগরিক হিসেবে নিজেদের আইনগত মর্যাদা ও স্বীকৃতি না থাকা থেকে স্পষ্ট যে, রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের সমাজে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। সীমান্তের ওপারে, তাদের আইনগত মর্যাদা না থাকা এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক শরণার্থী হিসেবে স্বীকৃত হওয়ায় তারা পরিপূর্ণভাবে সমাজে অংশগ্রহণ করতে পারে না। এর অনেক ফলাফলের একটি হলো, স্কুলে বা প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের সাথে চলাফেরার মাধ্যমে তাদের মিয়ানমার বা বাংলা শেখার সুযোগ কমে আসা।

এতে ভাষার কারণে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। কেবলমাত্র একটি ভাষা জানে এমন প্রাপ্তবয়স্ক রোহিঙ্গারা অন্য কারও সাহায্য ছাড়া তথ্য পেতে, নিজেদের প্রয়োজন বা ইচ্ছা সম্পর্কে জানাতে বা নীতিপ্রণেতাদের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে না। যে গোষ্ঠীগুলোর অধিকাংশ লোক একভাষাভাষী তারা আরও নানা উপায়ে বঞ্চিত, বহুভাষীদের উপর এই নির্ভরশীলতার কারণে সম্প্রদায়ের ভেতরেও তারা অধিকতর ক্ষমতাহীন।

বলপূর্বক বাস্তুচ্যুতির কারণে নিজ সম্প্রদায়ের বাইরে অন্যদের ওপর রোহিঙ্গাদের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যার কারণে বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পেয়েছে। মিয়ানমারে অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গারা বিভিন্ন সেবা সরবরাহকারীদের সাথে যোগাযোগের জন্য রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের বা রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের বাইরের রাখাইন ও মিয়ানমারভাষীদের ওপর নির্ভর করে। বাংলাদেশের রোহিঙ্গা শরণার্থীরা এই ধরনের যোগাযোগের জন্য মূলত স্থানীয় বাংলাদেশি চাটগাঁইয়াভাষীদের ওপর নির্ভর করে।

উভয় প্রেক্ষাপটেই কেবলমাত্র একটি ভাষায় কথা বলতে পারে এমন রোহিঙ্গাদের সাথে মানবিক সহায়তা বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পক্ষসমূহ বা প্রতিবেশী সম্প্রদায়সমূহের সরাসরি যোগাযোগ হওয়া অত্যন্ত বিরল। সীমানার উভয় পাশে যথাক্রমে মিয়ানমার এবং বাংলা ভাষা শেখার নিষেধাজ্ঞা তরুণ প্রজন্মের জন্য এই অবস্থাকে আরও খারাপ করবে।

বিভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠীর মধ্যকার বিদ্যমান শত্রুতা ও আস্থাহীনতা, ভাষাগত মধ্যস্থতাকারীদের উপর নির্ভরশীলতাকে আরও জটিল করে তুলেছে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এবং প্রতিবেশী আরও কিছু গোষ্ঠী কর্তৃক পরস্পরের প্রতি নিন্দাপূর্ণ বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার ভাষাগতভাবে এই উত্তেজনার দিকে ইঙ্গিত দেয়।

“সেবা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জিনিস (খাবার, পায়খানা, প্রশিক্ষণ) এর ব্যাপারে রোহিঙ্গা সম্প্রদায় রাখাইনকে [জাতিগত] বিশ্বাস করে, কিন্তু প্রত্যাবর্তন, সুরক্ষা, সংবেদনশীল বিষয়গুলির ক্ষেত্রে এটি চ্যালেঞ্জিং।”

- একজন মিয়ানমারভাষী মানবিক সহায়তা প্রদানকারী প্রোগ্রাম ম্যানেজার

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যকার এই সম্পর্ক পরস্পরের মধ্যে আস্থাহীনতা ও যোগাযোগের ব্যর্থতার সৃষ্টি করে যার ফলে, যেমনটি আমরা দেখেছি, রোহিঙ্গাদের মধ্যে কার্যকরভাবে মানবিক সহায়তা প্রদান বাধাগ্রস্ত হয়। দীর্ঘমেয়াদে, প্রত্যাবর্তন ও দীর্ঘায়িত বাস্তুচ্যুতি পরিস্থিতি উভয় ক্ষেত্রেই এগুলো সম্প্রদায়গুলোর মধ্যকার উত্তেজনাকে আরও জটিল করে তুলছে।

এখন পর্যন্ত এটি মোকাবিলা করার জন্য সিত্তে ও কক্সবাজার উভয়স্থানেই সামাজিক সংহতির ক্ষেত্রে সীমিত কর্মসূচী বিদ্যমান। এখানে যা রয়েছে তার সুবিধা কেবলমাত্র সেই সকল রোহিঙ্গাই নিতে পারে যারা রাখাইন বা মিয়ানমার ভাষায় কথা বলতে পারে, ফলে অনিচ্ছাকৃতভাবে এটি পুনরায় একই ধরনের বঞ্চিত করার পদ্ধতিই বজায় রেখেছে। যে সকল সংস্থা এই ধরনের কর্মসূচী পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করবে তাদের অবশ্যই ভাষাকে বঞ্চনার একটি উপাদান হিসেবে বিবেচনা করতে হবে এবং তাদের কার্যক্রম সেই অনুযায়ী তৈরি করতে হবে যাতে উক্ত কর্মসূচী সর্বাধিক মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে এবং তা থেকে সর্বোচ্চ উপকার পাওয়া যায়।

মানবিক সহায়তা কর্মসূচী ভাষা-ভিত্তিক বঞ্চনাকে প্রতিহত করতে পারে

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্কের প্রসার ঘটানোর জন্য এটি নিঃসন্দেহে একটি চ্যালেঞ্জিং প্রেক্ষাপট। এরপরেও, প্রতিবন্ধকতা হওয়ার পাশাপাশি ভাষা একই সাথে সহায়কও হতে পারে।

প্রথম পদক্ষেপটি হচ্ছে এমনভাবে কর্মসূচী প্রণয়ন করা যাতে কেবলমাত্র একটি ভাষাব্যবহারকারী রোহিঙ্গাদের পাশাপাশি কর্মসূচীটির সুবিধা অন্যান্য গোষ্ঠীগুলোও নিতে পারে। এই কর্মসূচীগুলোতে কার্যক্রম পরিকল্পনা, কর্মী নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে যোগাযোগ পর্যন্ত সবকিছু অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত।

যে নামটি তারা পছন্দ করে সেই নামেই রোহিঙ্গাদের ডাকা, দলের অভ্যন্তরে এবং দলের বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই সম্মান প্রদর্শন ও এর প্রসারের একটি উপায় এটি। এটি অধিকার-ভিত্তিক কর্মসূচী প্রণয়নের একটি মৌলিক নীতি। জাতিগতভাবে রাখাইন এবং বামার সহকর্মীরা এই ধরনের সংবেদনশীলতায় হয়তো খুশি হবেন, বিশেষ করে কোনো কথোপকথনে তাদের নৃগোষ্ঠীকে বোঝানোর জন্য রোহিঙ্গা সম্প্রদায় কর্তৃক ব্যবহৃত শব্দ **মগ** এর ব্যবহারে। নিন্দার্থে এর অর্থ হতে পারে "জলদস্যু" কিন্তু এর যথাযথ অর্থ হলো "বৌদ্ধ"।

অ-রোহিঙ্গা এবং বহুভাষিক রোহিঙ্গা যারা প্রায়ই বাস্তুচ্যুত মানুষ এবং শরণার্থীদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করে তারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করতে পারে। বাংলাদেশে নিবন্ধিত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ক্ষেত্রেও এটি সত্য। এই গোষ্ঠীসমূহ এবং মূলধারার রোহিঙ্গা সমাজের মধ্যে বিভিন্ন স্তরে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও বৈরিতা রয়েছে। তারপরেও তাদের ভাষাগত দক্ষতা এবং অন্যান্য সংস্কৃতি সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের কারণে তারা সম্মান পেয়ে থাকেন। প্রায়োগিক সামাজিক সংহতি কর্মসূচীর জন্য এখনও পর্যন্ত যেসব প্রাথমিক বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয় নি এখানে সেগুলো উপস্থাপন করা হলো।

ব্যাপকতর অধিকার-ভিত্তিক কর্মসূচীতে, লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা এবং অন্যান্য হয়রানি হ্রাস করার পদক্ষেপগুলোও, যে সব সমস্যা নিয়ে যৌথ উদ্বেগ রয়েছে সেগুলোর ওপর সংলাপে সহায়তা করতে পারে।

মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে কার্যকর যোগাযোগ নির্ভর করে স্পষ্ট বার্তা এবং উচ্চ পেশাগত সক্ষমতার উপর

দুর্বল যোগাযোগের কারণে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য মানসম্মত সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যে ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে তা মোকাবিলা করার জন্য, আমাদের প্রথমেই বুঝতে হবে যে বর্তমান ব্যবস্থায় কি ভুল হচ্ছে।

মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে তৈরি হয় জ্ঞান এবং আস্থা, আর কার্যকর যোগাযোগের জন্য সেই ভাষা ও ফরম্যাট ব্যবহার করতে হয় যা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের উপযোগী। এটা যে বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করে:

- স্পষ্ট মূল বার্তা
- যোগাযোগের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের প্রযুক্তিগত ও পারস্পরিক সক্ষমতা এবং
- প্রতিটি পর্যায়ে বোধগম্যতা পরীক্ষা করা।

মানবিক সহায়তা ক্ষেত্রের বার্তাসমূহ প্রায়ই অস্পষ্ট হয়ে থাকে

সারা বিশ্বে মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রায়ই বিশেষ বা পারিভাষিক শব্দভাণ্ডার ব্যবহার করা হয়, এই সেক্টরে ব্যবহৃত এই ভাষা, এমনকি ইংরেজিতে হলেও যারা বিশেষজ্ঞ নন তারা নাও বুঝতে পারেন। অনুবাদ করার পরে এই পারিভাষিক শব্দগুলো বুঝতে পারা আরও কঠিন হয়ে পড়তে পারে। রোহিঙ্গা বা চাটগাঁইয়া ভাষার মতো যে সব ভাষায় শক্তিশালী একাডেমিক বা পারিভাষিক ঐতিহ্য নেই, সেই ভাষাগুলোতে এটি বিশেষভাবে চ্যালেঞ্জিং। রোহিঙ্গাদের জন্য সাড়াদান কর্মসূচির মতো প্রেক্ষাপটে যেখানে এই পারিভাষিক শব্দগুলোকে বিভিন্ন ভাষার মধ্য দিয়ে অনুবাদ করা হয়, সেখানে মূল অর্থ সহজেই হারিয়ে যায়।

রোহিঙ্গাদের জন্য সাড়াদান কর্মসূচিতে টি.ডব্লিউ.বি এবং কক্সবাজারের অন্যান্য মানবিক সংস্থাগুলি এরকম অনেক পরিভাষা শনাক্ত করেছে যেগুলো অনুবাদের ক্ষেত্রে এরকম চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এই পরিভাষাগুলির কারণে মানবিক সহায়তা প্রদানকারীদের জন্য শরণার্থী জনগোষ্ঠীর বক্তব্য বোঝা কঠিন হতে পারে এবং একইভাবে তাদের বক্তব্যও শরণার্থীদের জন্য বোঝা কঠিন হতে পারে।

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মাঝে "সুরক্ষা" শব্দটির নির্দিষ্ট কোনো অর্থ আছে বলে মনে হয় না; এ কারণে নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের ও মানবিক সহায়তা কর্মীদের মধ্যে ভুলবোঝাবুঝির সম্ভাবনা রয়েছে।[5] রোহিঙ্গা *হেফাজত* শব্দটি প্রায়ই সম্প্রতি বাংলাদেশে আগত রোহিঙ্গাদের ব্যবহার করতে দেখা যায়, শব্দটি সুরক্ষা-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের অর্থ প্রকাশ করে থাকে যেমন - "নিরাপত্তা", "সুরক্ষা' এবং "প্রহরী"। চাটগাঁইয়া দোভাষী ও মাঠকর্মীরা প্রথমদিকে *হেফাজত* শব্দটি বুঝতে পারেন নি, কারণ তারা সুরক্ষা-সংশ্লিষ্ট বিষয় বোঝানোর জন্য বাংলা থেকে আগত শব্দ *নিরাফত* ব্যবহার করেন।[6] রোহিঙ্গা ভাষায় "লিঙ্গ/জেন্ডার" শব্দটির অস্তিত্ব নেই, এবং ২০১৭ সালে প্রথমদিকে যে সব দোভাষীরা শরণার্থীদের জন্য সাড়াদানে সাহায্য

5 Action Against Hunger, Oxfam, Save the Children (2018) *Rohingya refugee response gender analysis: recognizing and responding to gender inequalities,* https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/rr-rohingya-refugee-response-gender-analysis-010818-en.pdf

6 Action Against Hunger, Oxfam, Save the Children (2018) *Rohingya refugee response gender analysis: recognizing and responding to gender inequalities,* https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/rr-rohingya-refugee-response-gender-analysis-010818-en.pdf

করেছিলেন তারা শব্দটিকে "মহিলা" অর্থে অনুবাদ করেছিলেন। এর ফলে "লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা" শব্দগুচ্ছের অনুবাদ "সহিংস মহিলা" হওয়ায় বিভ্রান্তি তৈরি হয়।

জটিল পরিভাষার সাথে প্রায় ক্ষেত্রেই যুক্ত হয় জটিল বাক্য, অগোছালোভাবে উপস্থাপিত তথ্য এবং সুদীর্ঘ বাক্য ও নথিপত্র। এ অবস্থা কেবল মানবিক সহায়তা প্রেক্ষাপটের জন্যই প্রযোজ্য নয়, তবে এক্ষেত্রে যোগাযোগঘটিত ভুলের কারণে যে পরিণতি হতে পারে তা বিবেচনা নিলে জরুরি সাড়াদানের ক্ষেত্রে এ ধরনের যোগাযোগঘটিত ত্রুটি কমাতেই হবে। এই প্রতিবেদনটির সাথে সরল ভাষা ব্যবহারের নীতিটির সংক্ষিপ্ত রূপ পরিশিষ্ট হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে; সরল ভাষা ব্যবহারের নীতিতে পাঠককরা কতটুকু বুঝতে পারলেন তাও যাচাই করা হয় - এ চর্চাটি বিরল হলেও অপরিহার্য।

মিয়ানমার ও বাংলাদেশ উভয় দেশেই রোহিঙ্গাদের জন্য সাড়াদান কর্মসুচীতে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন বার্তাগুলো পরীক্ষা করে দেখা হয় না। ক্যাম্পের অবস্থা, বিশেষ করে কক্সবাজারের, ভৌগোলিক এবং পরিবেশগত কারণে নিয়মিত বদলে যায়, এছাড়াও বাংলাদেশ সরকার ও সামরিক বিভিন্ন আদেশের কারণে অবস্থার নিয়মিত পরবর্তন হয়। এই অবস্থাগুলোর সাথে সম্পর্কিত বার্তাসমূহকে অবশ্যই উপযোগী করে তৈরি করতে হবে এবং এদের কার্যকারিতা পরীক্ষা করে বার্তাসমূহ ব্যবহার করতে হবে।

যারা ইংরেজি এবং রোহিঙ্গা ভাষায় যোগাযোগ করে তারা চাটগাঁইয়া, রাখাইন এবং মিয়ানমার ভাষী মধ্যস্থতাকারীদের উপর নির্ভর করে

মিয়ানমার এবং বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের জন্য সাড়াদান কর্মসূচী ভাষাগতভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ: এক্ষেত্রে অন্তত ছয়টি কথ্য এবং তিনটি লিখিত ভাষা ব্যবহৃত হয়, যেগুলোতে ব্যবহারকারীদের স্বাচ্ছন্দ্য ও সাক্ষরতার হার বিভিন্ন রকম। অধিকাংশ ইংরেজিভাষী ও রোহিঙ্গাভাষীরা কেবলমাত্র একটি ভাষাতেই কথা বলতে পারেন এবং একটি ভাষাই বুঝতে পারেন। তথ্য আদান-প্রদানের জন্য তাই পুরোপুরিই মধ্যস্থতাকারী ভাষা ও মধ্যস্থতাকারীদের উপর নির্ভর করতে হয়।

এমনকি মূল বার্তাটি যদি স্পষ্টও হয় তবুও বার্তাটি বোঝা এবং গ্রহণের জন্য মধ্যস্থতাকারীর সক্ষমতার উপর নির্ভর করতে হয়। এক্ষেত্রে, ভাষাগত দক্ষতা এবং ভাষান্তর, অনুবাদ ও স্থানীয়করণের বিশেষ কুশলতাই হলো সক্ষমতা। যাইহোক একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলো সাস্কৃতিক সংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া, শারীরিক ভাষা ও ধৈর্য্য।

এই উভয় ধরনের সক্ষমতাই রোহিঙ্গাদের জন্য সাড়াদান কর্মসূচিতে প্রায়ই অনুপস্থিত দেখা যায়। যেসব ব্যক্তি বা সংস্থা যোগাযোগ করছে তাদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতার বিভিন্নতার কারণে এমনটি হয়ে থাকে।

এই সক্ষমতা তৈরির জন্য, মানবিক সহায়তা প্রদানকারীদের প্রাসঙ্গিক ভাষাগুলোতে তাদের কর্মীদের দক্ষতা তৈরিতে, ভাষান্তর ও অনুবাদের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় আদর্শসমূহ বুঝতে এবং সাংস্কৃতিক রীতিনীতি ও আচার-আচরণের প্রতি সচেতনতা ও সংবেদনশীলতা তৈরিতে বিনিয়োগ করা উচিত।

তথ্য সরবরাহকারীগণ এবং তথ্য গ্রহণকারীগণ

পরস্পরের সাথে কথাবার্তা বলার সময় বিভিন্নভাষী মানুষ বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিক ভিন্নতার সাথে সাথে পারস্পরিক বোঝাপড়ার বিভিন্ন সুযোগের কারণে এই চ্যালেঞ্জগুলো সৃষ্টি হয়। এই পার্থক্যগুলি বুঝতে পারার মাধ্যমে এই পার্থক্যগুলি যে চ্যালেঞ্জগুলি সৃষ্টি করে তা মোকাবিলার উপায় পাওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে। তথ্য আদান-প্রদানের উভয় প্রান্তে, রোহিঙ্গা- এবং ইংরেজি-ভাষী যোগাযোগকারীরা একভাষী এবং পরস্পরকে বোঝার ক্ষেত্রে তাদের ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিক দূরত্ব অত্যধিক।

রোহিঙ্গা ভাষার কোনো প্রমিত রূপ না থাকায়, রাখাইন রাজ্যে এবং কক্সবাজার জুড়ে মানুষ রোহিঙ্গার বিভিন্ন উপভাষায় কথা বলে। কক্সবাজারে, বহুদিন ধরে বসবাসকারী বা "নিবন্ধিত" শরণার্থী এবং ২০১৭ সালের পরে বাংলাদেশে আগত শরণার্থীদের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। মিয়ানমারের সিত্তে-র গ্রামীণ ক্যাম্পগুলোতে (এই গবেষণাটির ক্ষেত্র), উপভাষার পার্থক্য মূলত লক্ষ্য করা যায় শহরাঞ্চল এবং গ্রামাঞ্চল থেকে বাস্তুচ্যুত মানুষদের ভাষায়। এই পার্থক্যগুলি যোগাযোগঘটিত ভুল ঘটবার কিছু অতিরিক্ত সম্ভাবনা সৃষ্টি করে । তবে, সিত্তে-তে ভাষাগত ব্যবধান ধীরে ধীরে কমে আসছে বলে মনে হয়।

তথ্য আদান-প্রদানের মধ্যস্থতাকারী

মিয়ানমারে, মাঠপর্যায়ে ও ক্যাম্পে মিয়ানমার ও রোহিঙ্গা ভাষার মধ্যে তথ্য আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে মূলত রাখাইনভাষীগণ মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের ক্যাম্পগুলোতে ইংরেজি ও রোহিঙ্গাভাষীদের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে চাটগাঁইয়াভাষীগণ একই ধরনের ভূমিকা পালন করে থাকে। সিত্তে-তে মিয়ানমারভাষীগণ সাধারণত সমন্বয় ও পরিচালনা স্তরে ইংরেজি ও রাখাইন-ভাষীদের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশে সাড়াদান কার্যক্রমে বাংলাদেশিরাও ইংরেজি ও চাটগাঁইয়াভাষীদের মধ্যে অনুরূপ ভূমিকা পালন করেন।

রোহিঙ্গা স্বেচ্ছাসেবক এবং সেবাগ্রহণকারীদের সাথে তথ্য আদান-প্রদানে সরাসরি মধ্যস্থতাকারী হিসেবে, রাখাইন ও চাটগাঁইয়াভাষীরা নির্ধারণ করেন কোন তথ্য দেয়া হবে এবং কিভাবে সেই তথ্য ব্যাখ্যা করা হবে। একইভাবে, শরণার্থী এবং বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের কোন কোন তথ্য মানবিক সহায়তা প্রদানকারীদের কাছে দেয়া হবে এবং সেই তথ্য কিভাবে ব্যাখ্যা করা হবে তাও তারা নির্ধারণ করতে পারে।

তথ্য আদান-প্রদান বা তথ্য প্রবাহের এই গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে, পারিভাষিক এবং ভাষাগত সক্ষমতা অত্যন্ত জরুরী। পরিভাষাগত বিশেষ প্রশিক্ষণ না থাকলে ইংরেজি, বাংলা বা মিয়ানমার ভাষায় মানবিক সহায়তা পরিচালনাকারী পরিচালকদের পরিভাষাপূর্ণ তথ্য বা বার্তা মধ্যস্থতাকারীরা সহজেই ভুলভাবে বুঝতে পারেন এবং ভুলভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন।

একারণেই, রাখাইন এবং চাটগাঁইয়াভাষী এমন ব্যক্তিদের নিয়োগ দিতে হবে যাদের ইংরেজি, মিয়ানমার এবং রোহিঙ্গা ভাষায় দক্ষতা রয়েছে। একইসাথে, তাদের ভাষান্তর, অনুবাদ এবং সাংস্কৃতিক মধ্যস্থতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করাও গুরুত্বপূর্ণ।

অস্পষ্ট যোগাযোগ এবং স্বল্প সক্ষমতার কারণে ভুল তথ্য প্রচার, অবিশ্বাস এবং ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হতে পারে

সিত্তে-র গ্রামীণ ক্যাম্প ও গ্রামগুলোতে, মানবিক সহায়তা প্রদানকারীগণ এবং বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের মাঝে প্রধান মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে রাখাইনভাষীগণ। কক্সবাজারে, চাটগাঁইয়াভাষীগণ এই ভূমিকা পালন করে।

তাপরপরেও উভয় ক্ষেত্রেই, মানবিক সহায়তা প্রদানকারী এবং বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিগণ সাধারণত যে ধরনের বিষয়ে যোগাযোগ করেন বা তথ্য আদানপ্রদান করেন, মধ্যস্থতাকারীদের সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারনা বা অভিজ্ঞতার অভাব রয়েছে। বিষয়বস্তু সম্পর্কে যথেষ্ট ধারনা না থাকার সাথে সাথে ভাষাগত সীমাবদ্ধতা এবং সাংস্কৃতিক তারতম্যের বিষয়ে সচেতনতা না থাকার দরুণ ভুল এবং অসম্পূর্ণভাবে তথ্য আদান-প্রদান হয়ে থাকে।

এর ফলে, মানবিক সহায়তা প্রদানকারীগণের সাথে সাথে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিগণও মধ্যস্থতাকারীদের প্রদত্ত তথ্য সম্পর্কে সন্দিহান থাকে। মিয়ানমার ও রাখাইন এবং রোহিঙ্গা ও চাটগাঁইয়ার মধ্যকার সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য এবং পারস্পরিক অবোধ্যতা সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য শোনা যাওয়ার কারণ হিসেবে দক্ষতার ঘাটতিকে দায়ী করা যায়।

দেখে মনে হয় যে মানবিক সহায়তা প্রদানকারীরা রোহিঙ্গা ভাষা এবং সাক্ষরতার দক্ষতা সম্পর্কে সঠিক বুঝতে পারেন না।

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ভাষা এবং তাদের সাক্ষরতার দক্ষতা সম্পর্কে ভুল ধারনা থাকার কারণে মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে যোগাযোগ আরও ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

অনেক মানবিক সহায়তাকারীদের কাছে সাক্ষরতা সম্পর্কে যে তথ্য রয়েছে, প্রকৃত সাক্ষরতার হার তার থেকে অনেক কম; কাজেই মৌখিক যোগাযোগের কোনো বিকল্প নেই।

উভয় স্থানের মানবিক সহায়তাকারীদের উপর টি.ডব্লিউ.বি-র একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, তাদের অনেকেই মনে করেন যে রোহিঙ্গাদের একটি বড় অংশ পড়তে এবং লিখতে জানে।[7] বাস্তবিকত, সবচেয়ে সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যায় যে সিত্তে শহরের মাত্র ৪০ শতাংশ রোহিঙ্গা যে কোনো ভাষায় সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন হবার দাবি করেছেন।[8] একইভাবে, কক্সবাজারে টি.ডব্লিউ.বি-র জরিপকৃত রোহিঙ্গা পরিবারের মধ্যে ৩৪ শতাংশ বলেছে যে তারা সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন, এবং এই সাক্ষরতা মূলত মিয়ানমার ভাষায়।

উক্ত গবেষণা আরও নিশ্চিত করেছে যে মিয়ানমার, রাখাইন এবং চাটগাঁইয়া ভাষার জ্ঞান মানবিক সহায়তা প্রদানকারীগণ যা মনে করেন তার থেকে অনেক কম। বিশেষ করে এই ভাষাগুলির জ্ঞান মহিলা, কম বয়েসি তরুণ, কিশোর-কিশোরী এবং গ্রামীণ অঞ্চলের লোকদের মধ্যে আরও কম। এর অর্থ রোহিঙ্গা ভাষাতে যোগাযোগ করা জরুরী।

মানবিক সহায়তা প্রদানকারীদের একটি বড় অংশ মনে করে যে, রোহিঙ্গা ভাষার সাথে রাখাইন ও চাটগাঁইয়া ভাষার অনেক মিল, এবং অধিকাংশ রোহিঙ্গা এই ভাষাগুলো বুঝতে পারে। আরও একটি বড় অংশ মনে করে যে অধিকাংশ রোহিঙ্গা মিয়ানমার ভাষা বুঝতে পারে। বাস্তবিকত, রাখাইন বা মিয়ানমার কোনো ভাষাভাষীর কাছেই রোহিঙ্গা ভাষা পারস্পরিকভাবে বোধগম্য নয় এবং খুব অল্পসংখ্যক লোকই এ দুটি ভাষার যে কোনো একটিতে কথা বলতে পারে। মহিলা, কম বয়সী মানুষ এবং গ্রামাঞ্চল থেকে বাস্তুচ্যুত লোকদের ক্ষেত্রে এর যে কোনো একটি ভাষায় কথা বলার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম। চাটগাঁইয়া এবং রোহিঙ্গা ভাষার মধ্যে সম্পর্ক থাকলেও, ২০১৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত কক্সবাজারে টি.ডব্লিউ.বি-র পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায় যে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ ধারনা বোঝানোর ক্ষেত্রে তারা একই বা সমার্থক শব্দ ব্যবহার করে না।[9] অনিবার্যভাবে, শরণার্থীদের ভাষাগত দক্ষতা সম্পর্কে মানবিক সহায়তা প্রদানকারীদের অনুমান এবং বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্যের কারণে বোধগম্যতার ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখা যায়। কক্সবাজারের শরণার্থীদের মধ্যে পরিচালিত টি.ডব্লিউ.বি-র সমীক্ষায় দেখা

7 "'মানবিক সহায়তা প্রদানকারীগণ"' বলতে বোঝায় যে রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের জন্য পরিচালিত সাড়াদান কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট যে কোনো সংস্থার যে কোন পর্যায়ে কর্মরত যে কোনো জাতীয় বা আন্তর্জাতিক কর্মী। অনলাইন সমীক্ষাটি ইংরেজি এবং মিয়ানমার ভাষায় বিতরণ করা হয়। অনলাইন সমীক্ষাটির পদ্ধতি এবং মূল প্রশ্নাবলী সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য দেখা যাবে এই লিংকে [https://translatorswithout-borders.org/wp-content/uploads/2019/09/Basic-plain-language-principles-for-humani-tarians.pdf]

8 সাক্ষরতার ক্ষেত্রে জে.আই.পি.এস পরিমাপ হলো যে কোন ভাষায় একটি সহজ বাক্য পড়তে বা লিখতে পারার ক্ষমতা সম্পর্কে আত্ম-মূল্যায়ন। টি.ডব্লিউ.বি-এর অনলাইন সমীক্ষায় যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে তার থেকে এটি ভিন্নভাবে বলা হয়েছে ("আপনার মতে, রাখাইন রাজ্যের ক্যাম্পে বসবাসকারী অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের মধ্যে কত শতাংশ নিম্নবর্ণিত লিখিত ভাষাগুলি বুঝতে পারে?")

9 https://translatorswithoutborders.org/rohingya-refugee-crisis-response/

যায় যে, ২০১৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত যে সকল শরণার্থী বাংলাদেশে এসেছে তারা মানবিক সহায়তা প্রদানকারীদের সাথে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে।

জরিপে অংশগ্রহণকারী সম্প্রতি আসা পরিবারগুলোর পয়ত্রিশ শতাংশ বলেছে যে, মানবিক সহায়তাকারীরা যা বলেন তারা তার সব শব্দ বুঝতে পারে না। বিশেষ বা পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার যদিও এই সমস্যার একটি কারণ, তবে এর আরও একটি কারণ এটি হতে পারে যে মাঠ-পর্যায়ে যে সকল মানবিক সহায়তা কর্মী রয়েছেন তারা সাধারণত চাটগাঁইয়া বা বাংলাভাষী।

ভাষাগত বাধার ক্ষেত্রে একভাষী রোহিঙ্গারা সবচেয়ে অসহায়

এই বহুভাষিক মানবিক সাড়াদান কার্যক্রমে, একভাষী রোহিঙ্গারা মানবিক সহায়তা সেবা সম্পর্কে ভুল বোঝা, ভুল তথ্যপ্রাপ্তি ও অবিশ্বাসের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ঝুঁকিতে রয়েছে। বহুভাষী রোহিঙ্গাদের তুলনায় তাদের সেবা গ্রহণের হার কম এবং তারা তুলনামূলকভাবে কম মানসম্মত সেবা গ্রহণ করে থাকে। তাদের বেতনভুক্ত স্বেচ্ছাসেবী হওয়ার বা পেশাগত বিকাশের সম্ভাবনাও কম।

সিত্তে এবং কক্সবাজারের রোহিঙ্গাদের মধ্যে যারা একভাষী রোহিঙ্গা তাদের অধিকাংশই হলো সেই সব মানুষ যাদের কোন প্রকার শিক্ষা নেই, যারা গ্রামাঞ্চল থেকে এসেছেন এবং মহিলারা। এর ফলে এদের পক্ষে শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ বা অন্যান্য ভাষার মানুষদের সাথে যোগাযোগের সুযোগ সীমিত।

কক্সবাজারের শরণার্থীদের মধ্যে পরিচালিত টি.ডব্লিউ. বি-র সাক্ষরতা সম্পর্কিত একটি আত্ম-মূল্যায়ন সমীক্ষায় দেখা যায় যে, সকল বয়সের ব্যক্তিদের মধ্যে পুরুষ ও ছেলেদের তুলনায় নারী ও মেয়েদের মধ্যে সাক্ষরতার হার কম। ৫০ বা তদূর্ধ্ব বয়সের আটানব্বই শতাংশ মহিলা নিজেদের সাক্ষরজ্ঞানহীন হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

চলাফেরার উপরে নিষেধাজ্ঞা থাকায় অ-রোহিঙ্গা গোষ্ঠীগুলোর সাথে মেলামেশার সুযোগ কম থাকা এবং উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে, সিত্তের গ্রামাঞ্চল থেকে বাস্তুচ্যুত এবং সিত্তে ক্যাম্পে বসবাসকারী লোকেরা মিয়ানমার বা রাখাইন ভাষায় কথা বলতে চায় না। এই গোষ্ঠীটির জন্য শহরাঞ্চলের রোহিঙ্গাদের সাথে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যা হয়। কক্সবাজারে নতুন করে আগত শরণার্থীরাও মূলত একভাষী, যদিও বিগত দশকে আগত "নিবন্ধিত" শরণার্থীরা স্থানীয় ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছে।

বাংলাদেশের শরণার্থী ক্যাম্পের একটি ক্লিনিকে একজন স্বাস্থ্য কর্মী তার ভাবনা প্রকাশ করছেন।

এই প্রকল্পটিতে সুইস ফেডারেল ডিপার্টমেন্ট অব ফরেন অ্যাফেয়ার্স এবং যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিভাগ অর্থায়ন করেছে। এই প্রতিবেদনে প্রকাশিত মতামত কোনভাবেই সুইস কনফেডারেশনের সরকারি মতামত প্রতিফলিত করে না, বা এতে প্রকাশিত মতামত যুক্তরাজ্য সরকারের সরকারি নীতিরও প্রতিফলন নয়। এই প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত কোনো তথ্যের যে কোনো ধরনের ব্যবহারের জন্য যুক্তরাজ্য সরকার এবং সুইস কনফেডারেশন দায়বদ্ধ নয়।

ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স (টি.ডব্লিউ.বি) এমন একটি বিশ্বের স্বপ্ন দেখে যেখানে জ্ঞান কোনো ভাষাগত বাধা মানে না। এটি যুক্তরাষ্ট্র-ভিত্তিক একটি অলাভজনক সংস্থা যা মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থার সাথে পেশাদার ভাষাবিদদের সংশ্লিষ্ট করে, স্থানীয় ভাষায় অনুবাদের সক্ষমতা তৈরি এবং ভাষাগত বাধা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষকে তাদের নিজ ভাষায় জীবনরক্ষাকারী তথ্য পৌঁছে দেয়। ১৯৯৩ সালে (ত্রাদুক্তা স্যানস ফ্রঁতিয়াহ্ নামে) ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে, টি.ডব্লিউ.বি প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ জীবনরক্ষাকারী ও জীবন-পরিবর্তনকারী তথ্য অনুবাদ করে চলেছে। ২০১৩ সালে, ওয়ার্ডস অব রিলিফ নামে টি.ডব্লিউ.বি এর প্রথম সংকটকালীন ত্রাণ অনুবাদ সেবার সূচনা করে, এরপর থেকে এখন পর্যন্ত প্রতিবছর এটি সংকটকালে সাড়াদান করে চলেছে।

এই গবেষণা সম্পর্কে আরও জানার জন্য অথবা বাংলাদেশ ও মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের জন্য সাড়াদান কার্যক্রমে টি.ডব্লিউ.বি কিভাবে সহায়তা করছে সে সম্পর্কে জানার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে ঘুরে আসুন অথাবা এখানে যোগাযোগ করুন:
bangladesh@translatorswithoutborders.org অথবা myanmar@translatorswithoutborders.org.

TRANSLATORS WITHOUT BORDERS
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Fund managed by UNOPS
Funded by UKaid from the British people